সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৯
WEEKLY BOOKLET:339

মক্কার যিয়ারত

আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে

(আমীরে আহলে সুন্নাতের ওমরা ২০২৩ ইং লিখিত আকারে)

ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া আরব কি হে
খোব রহমত বরসতি রব কি হে

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

যার দু'চোখ মদীনা দেখেনি, সে কিছুই দেখেনি

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কোনো মুসলমান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনাতুল মুনাওয়ারায় আসে, তখন ফেরেশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত হয়। (জযবুল কুলুব, ২১১ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর ওমরা ও মদীনা শরীফে হাজিরি- ২০২২ পুস্তিকার পর এ বছর (২০২৩) আমীরে আহলে সুন্নাতের মক্কা ও মদীনায় সফর নিয়ে লিখিত পুস্তিকা **"মক্কার যিয়ারত আমীর আহলে সুন্নাতের সাথে"** ইতোমধ্যে আপনাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন ভিডিও বার্তা থেকে সংগৃহিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এই সফরনামা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমীর আহলে সুন্নাত কর্তৃক সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের উদ্দেশ্যে লিখিত বিভিন্ন উক্তিও তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো মনযোগ সহকারে অধ্যয়নে আল্লাহ পাক চাইলে মদীনার স্মৃতিময় মুহূর্তের হৃদয়গ্রাহী কিছু দৃশ্য অন্তরে প্রতিফলিত হবে। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতের মক্কা ও মদীনার ইশক আমাদেরও নসিব করুন এবং বারবার হজ্ব ও মদীনা শরীফের যিয়ারত দ্বারা ধন্য করুন! আহ, প্রতি বছর যদি আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে হারামাইন তায়্যিবাইনে কল্যাণ ও নিরাপত্তার সহিত হাজিরি দেয়ার সৌভাগ্য নসিব হতো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দেখা দেয় এক ঝলক সবয সবয গম্বদ কি,
ব্যস উনকে জলওয়োঁ মে তা'জায়ে য়ির কাযা ইয়া রব!
মদীনে জা'য়ে ফির আয়ে দো-বারাহ ফির জায়ে,
ইসি মে ওমর গুযার যায়ে ইয়া খোদা ইয়া রব!

মদীনা ও জান্নাতুল বাকির বিরহ ও বিনা হিসাবে মাগফিরাতর প্রত্যাশী
আবু মুহাম্মদ তাহির মাদানী আত্তারী عُفِيَ عَنْهُ
(বিভাগ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন)
আল মদীনাতুল ইলমিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মক্কার যিয়ারত আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে (ডিসেম্বর ২০২৩)

খলিফায়ে আমীর আহলে সুন্নাতের দোয়াঃ হে আল্লাহ পাক, যে এই পুস্তিকা **"মক্কার যিয়ারত আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বার বার মক্কা ও মদীনার যিয়ারত নসিব করুন এবং হজ্বে মকবুল আদায়ের তৌফিক দানের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশাধিকার দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম (দরূদ শরীফের ফযিলত)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল দোয়া-ই পর্দার অন্তরালে থাকে, সুতরাং যে শুরুতে আল্লাহ পাকের হামদ ও নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়েব, অতঃপর দোয়া করবে, তার দোয়া কবুল করা হবে। (আল কুওলুল বদী, ২২২ পৃষ্ঠা)

হে সব দোয়াউ সে বড় কর দোয়া দরূদ ও সালাম,
কে দাফআ করতা হে হার ইক বালা দরুদ ও সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মক্কা থেকে ইয়েমেন

পবিত্র মক্কা শরীফে আব্দুর রহিম বা আব্দুর রহমান নামক এক নেককার লোক বসবাস করতেন। তিনি সব সময় আল্লাহ পাকের ইবাদতেই মশগুল থাকতেন। মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। একদা তিনি মক্কা শরীফ থেকে ইয়েমেনে চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর নিকট এই সংবাদটি পৌঁছলে, তিনি তাঁকে পবিত্র মক্কা নগরীতেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে একটি চিঠি লিখেন। সেই চিঠিতে ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কুরআন ও হাদিসের আলোকে পবিত্র মক্কা শরীফের বিভিন্ন ফযিলত তুলে ধরেন।[১] (সেই চিঠির কিছু অংশ নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।)

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর চিঠি

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হে ভাই, আল্লাহ পাক আপনাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন, নিরাপদে রাখুন এবং প্রতিটি অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে নেক কাজের আরও তৌফিক দান করুন! স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের জান্নাতে একত্রিত করুন!

১. মক্কায়ে পাক বা মদীনা শরীফে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" ১৯৬ পৃষ্ঠা পাঠ করুন, এই কিতাবটি দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউন করতে পারেন।

www.dawateislami.net

হে আমার প্রিয় ভাই, আমি শুনেছি আপনি নিরাপদ জায়গা হেরেম শরীফ থেকে ইয়েমেন যাওয়ার মনস্থ করেছেন। আল্লাহর শপথ! এ সংবাদে আমাকে অনেক ব্যথিত করেছে।

আমি আপনার চিন্তা-ধারায় হতবাক হয়েছি, আল্লাহ পাক আপনাকে পবিত্র মক্কা নগরীতে থাকার সৌভাগ্য দান করেছেন, অথচ আপনি এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছেন। আপনার তো আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি আপনাকে নিরাপদ হেরেমে বাস করার সুযোগ দান করেছেন।

হে আমার ভাই, মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে আপনি পৃথিবীর সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ভূমিতে বাস করছেন। সুতরাং এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে এখানেই সবাস করুন। আল্লাহ পাক আমাকে ও আপনাকে উত্তম আমল করার তৌফিক দান করুন। (ফাযায়েলে মক্কা, ১২ পৃষ্ঠা)

তেরে ঘর কে ফেরে লাগাতে রহোঁ মে, সদা শেহরে মক্কা মে আতা রহোঁ মে।
মে লেতা রহোঁ বুসা সাঙ্গে আসওয়াদ, ইউ দিল কে সিয়াহী মিটাতা রহোঁ মে।
ইলাহী মে ফিরতা রহোঁ গিরদে কা'বা, ইউ কিসমত কে গরাদশ মিটাতা রহোঁ মে।
লেপাট কর গলে লাগ কে মে মুলতাযিম সে, গুনাহোঁ কে ধাব্বে মিটাতা রহোঁ মে।
হাতিমে হেরেম মে নামাযোঁ কো পড় কর, তেরে দর পে দুখড়ে শুনাতা রহোঁ মে।
মে পী'তা রহোঁ হার ঘড়ী আ'বে যমযম, লাগি আপনে দিল কি বাঝাতা রহোঁ মে।
সাফা অউর মারওয়া কে মা'বেইন দৌড়োঁ, সায়ী কর কে তুঝ কো মানাতা রহোঁ মে।
তু শর সে পানা দেয় মুকাদ্দার হো এ্যয়সা, কেহ ব্যস খেয়র হি খেয়র পাতা রহোঁ মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে আমীরে আহলে সুন্নাতের যাত্রা

শোকরে খোদা কেহ আজ ঘড়ী উস সফর কি হে,
জিস পর নিছার জান ফালাহ ও যাফর কি হে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১৮ই জমাদিল উলা ১৪৪৫ হিজরি, ৩রা ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ সোমবার শরীফ আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিগরানে শূরা হাজী ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي , হাজী আলী রযা আত্তারী[১] ও তাঁর ছোট শাহজাদা হাসান রযা আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى সহ একটি ছোট কাফেলা নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রা করার পূর্বে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত কিছুটা এভাবে ইরশাদ করেন:

হাজী ইমরান হলো আমাদের এই মাদানী কাফেলার আমীর। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি 'রফিকুল হারামাইন' কিতাব থেকে মদীনার সফরের যে নিয়ত রয়েছে তা করে নিয়েছি। এখন আমরা এয়ারপোর্টের দিকে যাবো।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই পংতিগুলো আমীর আহলে সুন্নাত পাঠ করছিলেন:

মুদ্দাআ যি'সত কা মে নে পায়া, রহমতে হক নে কিয়া ফির সায়া,
মেরে আক্বা নে করম ফরমায়া, ফির মদীনে কা বুলাওয়া আয়া,
পেহলে কুচ আশক বাহা লোঁ তো চলোঁ, ইক নয়ে নাত শুনা লোঁ তো চলোঁ।
সায়্যিদি আনতা হাবিবী!

১. হাজী আলী রযা ভাই (পাঞ্জাব) পাকিস্তানের অধিবাসী এবং তিনি আমীরে আহলে সুন্নাতের খেদমতে থাকেন।

www.dawateislami.net

শুকর মে সর কো ঝুকানে কে'লিয়ে, দাগ হসরত কে মিটানে কে'লিয়ে,
বখতে খাওয়াবিদা জাগানে কে'লিয়ে, উন কে দরবার মে জানে কে'লিয়ে,
আপনি আওক্বাত বানা লোঁ তো চলোঁ, ইক নয়ে নাত শুনা লোঁ তো চলোঁ।
সায়্যিদি আনতা হাবিবী!

সামনে হো জু দরে লুতফ ও করম, ইউঁ করোঁ আরয কেহ ইয়া শাহে উমাম,
আ'গেয়া উফ কা মুহতাজে করম, ইস গুনাহগার কা রাখিয়ে গা ভরম,
শওক্ব কো আরয বানা লোঁ তু চলোঁ, ইক নয়ে নাত শুনা লোঁ তো চলোঁ।
সায়্যিদি আনতা হাবিবী!

এয়ারপোর্টের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁর অনুভূতি

হিজাযে মুকাদ্দসের উদ্দেশ্যে গমনের জন্য আমিরাত এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় আমীরে আহলে সুন্নাত গাড়িতে চোখ বন্ধ করে এই পংক্তিগুলো পড়ছিলেন।

আরে যায়িরে মদীনা! তু খুশি সে হাঁস রহা হে,
দিলে গমযাদা জু পাতা তো কুছ অউর বাত হুতি।
গম রোযগার মে তু মেরে আশক বাহা রেহে হে,
তেরা গম আগর রুলাতা তু কুছ অউর বাত হুতি।
মে জু ইউ মদীনে জাতা তো কুছ অউর বাত হুতি,
কভী লোট কর না আতা তো কুছ অউর বাত হুতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

গাড়িতে নাত খাঁ শায়ের সৈয়দ ইকবাল আযিম সাহেবের কালাম

মদীনার সফরে আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষি হতে পারলে তো খুশিও খুশিতে মেতে উঠে। আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه গাড়িতে প্রবল

www.dawateislami.net

আগ্রহ ও উদ্দীপনায় চোখ বন্ধ করে একের পর এক পংক্তি পাঠ করে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে তিনি অন্ধ নাত খাঁ শায়ের সৈয়দ ইকবাল আযিম সাহেবের যুগ শ্রেষ্ঠ কালামের কিছু পংক্তি পাঠ করেন। এভাবেই রাস্তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মদীনে কা সফর হে অউর মে নম দীদা নম দীদা,
জবিঁ আফসোরদা আফসোরদা কদম লাগযিদা লাগযিদা।
চলা হোঁ এক মুজরিম কি তরাহ মে জানিবে তায়বা,
নযর শরমিন্দা শরমিন্দা বদন লারযিদা লারযিদা।
কিসি কে হাত নে মুঝ কো সাহারা দেয় দিয়া ওয়ারনা,
কাহাঁ মে অউর কাহাঁ ইয়ে রা'স্তে পেছিদা পেছিদা।
মদীনে জা'কে হাম সামঝে তাকাদ্দুস কিস কো কেহতে হে,
হাওয়া পাকিযা পাকিযা ফাযা সানজিদা সানজিদা।
বাসারাত খো গেয়ি লেকিন বসিরত তো সালামত হে,
মদীনা হাম নে দেখা হে মগর না'দিদা না'দিদা।
ওহী ইকবাল জিস কো নায থা কাল খোশ মেযাজি পর,
ফিরাক্বে তায়বা মে রেহতা হে আব রানজিদা রানজিদা।

এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও আত্তারের দোয়া

গত বছরের ন্যায় এ বছরও আমীরে আহলে সুন্নাত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও হুইল চেয়ারে তাওয়াফকালীন যে দোয়া পাঠ করা হয়, সেটির পরিবর্তে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করার দোয়াসমূহ পাঠ করেছেন। আর সেগুলো একবার দুইবার নয় বরং মাঝে মাঝেই পাঠ করেছেন। ঘর থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করেন: হে আল্লাহ পাক, যখনই তোমার ঘরের তাওয়াফ করবো, তা যেনো

www.dawateislami.net

পায়ে হেঁটে করতে পারি। হুইল চেয়ার বা বাহনে বসে নয় বরং তোমার প্রদত্ত শক্তি যেনো তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে পারি।

হার বরস কাশ! আ'কে মক্কে মে, লুতফ উঠাওঁ তাওয়াফ কা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

ইহরামের নিয়ত

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত এ বছর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর পূর্বে ফ্যামিলিসহ আরব শরীফে উপস্থিত ছিলেন। জেদ্দা শরীফে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও খাবারের পর আমীরে আহলে সুন্নাত ইহরাম পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে ইহরামের নফল নামায পড়েন। অতঃপর ওমরা পালনের জন্য যারাই তাঁর সফর সঙ্গী হয়ে ছিলেন তাদের তিনি ওমরার নিয়ত করান।[১]

যমযম শরীফ ও আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া

আমীরে আহলে সুন্নাত যেখানে অবস্থান করেছিলেন, সেখানে ইহরাম বেঁধে ইহরামের নফল নামায আদায় করেন। অতঃপর ওমরার নিয়ত করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যমযম শরীফের পানি পান করেন। এরপর এই হাদিস শরীফটি বর্ণনা করেন: এই যমযম শরীফের পানি যে (উদ্দেশ্য অর্জনের) নিয়তে পান করা হবে, এটি তার জন্য। (ইবনে মাজাহ, ৩/৪৯০, হাদীস ৩০৬২) (যমযম শরীফের পানি পান করার পর তিনি এভাবে দোয়া করেন:) হে মুস্তফার প্রতিপালক جَلَّ جَلَالُهُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দয়া করে

১. যদি নিয়তই জেদ্দা শরীফ যাওয়ার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ইহরামের প্রয়োজন নেই। (রফিকুল হারামাইন, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও, আমার মা-বাবাকে, আমার সন্তানদের, আমার পুরো পরিবারকে ক্ষমা করে দাও, দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। মুসলিম উম্মার সবাইকে ক্ষমা করে দাও।

যখন কক্ষ থেকে বাইরে তাশরিফ নিয়ে আসেন তখন কান্নারত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে এভাবে দোয়া করছিলেন: ইলাহাল আলামিন, আমরা হেরেমের দিকে যাচ্ছি, রহমতের সৃদৃষ্টি প্রদান করো। হে আল্লাহ পাক, আমাদের পথ সহজ করো, পৌঁছানো সহজ করো এবং আমাদের এই পথ চলাকে কবুল করে নাও। ব্যস, আমাদের প্রতি শুধু দয়া, দয়া, দয়া করো। অতঃপর খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে এই পংক্তিগুলো পাঠ করতে করতে হেরেম শরীফের দিকে অগ্রসর হন।

চলা হোঁ এক মুজরিম কি তরাহ মে জানিবে কা'বা,
নযর শরমিন্দা শরমিন্দা, বদন লারযিদা লারযিদা।

হেরেমের সীমানায় প্রবেশ

ইতোমধ্যে তালবিয়া পাঠ "لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ۔" অব্যাহত ছিলো। যখন গাড়ি হেরেমের সীমানার নিকটবর্তী পৌঁছায় এবং কিছুটা দূর থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল যে, এটি হেরেম শরীফের সীমানা তখন তিনি সফর সঙ্গীদের বলেন: এই সামনে যেই গোল মেহরাব দেখা যাচ্ছে, এতে প্রবেশ করলেই আমরা হেরেম শরীফে প্রবেশ করব। اِنْ شَآءَ الله খুব দ্রুত আমরা হেরেম শরীফে প্রবেশ করবো। হে আল্লাহ, তুমি তোমার নিজ দয়ায় ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত আমাদের হেরেম শরীফে প্রবেশ করার তৌফিক দান করো। (আমিন)

www.dawateislami.net

ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া হেরেম কি হে, বারিশ আল্লাহ কে করম কি হে।

আমীরে আহলে সুন্নাত হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সফর সঙ্গী ইসলামী ভাইদের এ দোয়াটি পড়ান: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا ط অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! আমাকে এতে অটলতা ও হালাল রিযিক দান করো। (রফিকুল হারামাইন, ৯০ পৃষ্ঠা)

মে মক্কে মে ফির আ'গায়া ইয়া ইলাহী! করম কা তেরে শোকরিয়া ইয়া ইলাহী!

তাওয়াফ ও সাঈ

কাবা শরীফে তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় বিভিন্ন দোয়া-দরূদ পাঠ করছিলেন এবং মাঝে মাঝে চক্ষু দিয়ে অশ্রুও প্রবাহিত হচ্ছিল।

হলক বা মাথা মুন্ডানো[১]

আমীর আহলে সুন্নাত ১৯ই জমাদিল উলা ১৪৪৫ হিজরি, ৪ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ ওমরার কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর হলকের সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে এভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা জানান: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাকের অনেক বড় অনুগ্রহ যে, হুইল চেয়ার ছাড়াই পায়ে হেঁটে তাওয়াফ ও সাঈ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা জানাই না কেন, তা কম হবে।

১. ইসলামী ভাইয়েরা হলক করবেন অর্থাৎ পুরো মাথার চুল মুন্ডিয়ে নিবেন অথবা তাকসীর করবেন অর্থাৎ কমপক্ষে মাথার এক চতুথাংশ (১/৪) মাথার চুল আঙ্গুলের দাগের সমান কাটাবেন। ইসলামী বোনেরা শুধুমাত্র তাকসীর করাবেন। (রফিকুল হারামাইন, ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাদানী ফুল: হলক করানোয় বেশি সাওয়াব রয়েছে। কেননা, হলককারীদের ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩ বার রহমতের দোয়া করেছেন। অবশ্য কসরও করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার **"রহমতের দোয়া"** করেছেন। (বুখারী, ১/৫৭৪, হাদীস ১৭২৮)

জান্নাতুল মুয়াল্লা

আমীর আহলে সুন্নাত ওমরা পালনের পর মক্কায় অবস্থানের সময় কিছু পবিত্র জায়গায় যিয়ারতের জন্য গমন করেন। তন্মধ্যে স্মৃতিময় একটি জায়গা হলো জান্নাতুল মুয়াল্লা শরীফ। আসুন, আমীর আহলে সুন্নাত কীভাবে এই মুবারক কবরস্থানের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা শুনি:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মক্কায়ে মুকাররমায় সুন্দর বসন্তের সুশীতল বাতাস বইছে। আর এই মুহূর্তে আমরা মক্কা শরীফের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবরস্থান "জান্নাতুল মুয়াল্লা"য় উপস্থিত আছি। এই মুবারক কবরস্থানের প্রাচীন নাম হলো **"মাকাবিরে হিজুন"** আর প্রসিদ্ধ নাম হলো **"জান্নাতুল মুয়াল্লা"**। এই কবরস্থানে সকল মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا, সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا সহ আরও অসংখ্য সাহাবি, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কামেলীন আরাম করছেন। হে আল্লাহ পাক, তাঁদের সদকায় আমাদের সকলকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত প্রদান করো এবং তাঁদের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা আমাদের সকলকে ধন্য করো। আমাদের নেককার, পরহেযগার, আশিকে রাসূল, আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত হওয়ার তৌফিক দান করো এবং সকল মুসলিম উম্মাকে মাগফিরাত দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ভেতরে যাবেন না

জান্নাতুল মুয়াল্লা শরীফের বর্তমান মাযারসমূহের গুম্বুজ শহিদ করে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং বাইরে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই এভাবে সালাম আরজ করুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ط نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ অনুবাদ: হে মুমিন-মুসলমান কবরবাসী আপনাদের প্রতি সালাম! আর আমরাও اِنْ شَآءَ الله খুব দ্রুত আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ পাকের নিকট আপনাদের ও আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

মসজিদে জ্বীন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে আমরা মক্কায়ে মুকাররমার প্রসিদ্ধ কবরস্থান "জান্নাতুল মুয়াল্লা"র সন্নিকটে অবস্থিত "মসজিদে জ্বীন"-এর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এটি সেই ঐতিহাসিক মসজিদ যেখানে ফজরের নামাজে নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-র কণ্ঠে কুরআন মজিদের তিলাওয়াত শুনে কিছু জ্বীন মুসলমান হয়েছিল। **(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ২৩০ পৃষ্ঠা)**

বৃদ্ধ জ্বীন

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এক বৃদ্ধ জ্বীন দেখতে পান। জ্বীনটি একটি মূল্যবান ও সুন্দর জুব্বা পরে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিল। নামাজের সালাম ফিরানোর হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাকে সালাম জানান। বৃদ্ধ জ্বীনটি তাঁর সালামের উত্তর প্রদান করেন এবং বলেন: আপনি এই জুব্বা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন? এই

www.dawateislami.net

জুব্বাটি আমার নিকট ৭০০ বছর ধরে আছে। আমি এই জুব্বা পরিধান করেই হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام -এর দিদার করেছি। এমনকি এটি পরেই প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানীওয়ালে মুস্তফা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর যিয়ারত লাভে ধন্য হয়েছি। তাছাড়া আমি সেই সকল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে সূরা জ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে।

(সিফাতুস সাফওয়া, ৪/৩৫৭। বালাদুল আমীন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

মসজিদুর রা'য়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন আমরা মক্কায়ে মুকাররমার "মসজিদে জ্বিন"-এর নিকটস্থ প্রসিদ্ধ মসজিদ "মসজিদুর রা'য়া" যিয়ারত করছি। اَللّٰهُ اَكْبَرُ আশা করি আল্লাহর রহমত আমাদের প্রতি অঝোর ধারায় বর্ষণ হচ্ছে। আরবীতে "রা'য়া" পতাকাকে বলা হয়। আর মক্কা বিজয়ের সময় আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক পতাকা এখানে গেঁড়েছিলেন, سُبْحَانَ الله।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ২৩১ পৃষ্ঠা)

দোয়া কবুলিয়তের স্থান

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে কদম রেখেছেন সেখানে দোয়া কররে দোয়া কবুল হয়। যেমনটি আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মাশাহীদে মুতাব্বারাকায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

(ফাযায়িলে দোয়া, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

"মাশাহীদ" মাশহাদ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো উপস্থিত স্থল। অর্থাৎ সেই সকল স্থান যেখানে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী হায়াতে তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

www.dawateislami.net

মসজিদ আল রা'য়ায় আমীর আহলে সুন্নাতের জামে দোয়া

মসজিদ আল রা'য়ার বরকতময় স্থানে আমীরে আহলে সুন্নাত হাদিসে বর্ণিত জামে দোয়া পাঠ করেন। জামে দোয়া সেই দোয়াকে বলা হয়, যাতে শব্দ থাকে কম তবে অর্থ থাকে অধিক। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৯৯)

সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক, আমাদের পার্থিব ও পরকালের কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।

খাদিমে নবী হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রায়ই এ দোয়াটি পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(বুখারি, ৪/২১৪, হাদীস ৬৩৮৯)

ইশকে রযার জলওয়া

আমীর আহলে সুন্নাত গাড়িতে করে যাওয়ার পথে এক সময় আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর এই পংক্তিদ্বয় পাঠ করে এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন:

এ্যয় ইশক তেরে সদকে জলনে সে ছটে সন্তে,
জু আ'গ বুঝা দেয়গি ওহ আ'গ লাগায়ি হে।

(হদায়িকে বখশীশ, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আশিকে মাহে রিসালাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন: হে প্রেম, তোমার প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যাবো, তুমিও কেমন নেয়ামত, তোমাতে রয়েছে আগুন (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

চেতনা) ও এক ধরনের জ্বলন। প্রেমের আগুন জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেয়।

আল্লাহ কিয়া জাহান্নাম আব ভী না সরদ হুগা,
রো রো কে মুস্তফা নে দরিয়া বাহা দিয়ে হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

মসজিদে খাইফ শরীফ ও ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন আমরা মিনার চমৎকার একটি উপত্যকায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করছি। মিনায় স্থাপিত তাবুর চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ও প্রসিদ্ধ মসজিদ "মসজিদে খাইফ"-এর সুন্দর্যে চোখ শীতল হয়ে আসছে। এটি সেই বরকতময় মসজিদ যাতে ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর মাযার রয়েছে। **(মু'জামে কবীর, ১২/৩১৬, হাদীস ১৩৫২৫)**

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْبِيَآءَ اللّٰه وَرَحْمَةُ اللّٰه وَبَرَكَاتُهٗ ط

হে আল্লাহ পাক, মিনা শরীফ, মসজিদে খাইফ ও এতে শায়িত সকল আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সহ তাঁদের সকলের আক্বা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সদকায় আমাদের হজ্ব করার তৌফিক দান করো এবং মিনা শরীফের বরকতময় দিনগুলোতে মিনায় অবস্থান করার তৌফিক দান করো। আমাদের মা-বাবাকে মাফ করে দাও, সকল মুসলিম উম্মাকে মাফ করে দাও। ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলমানদের অদৃশ্য থেকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ পাক, তাদের প্রতি দয়া করো, তাদের প্রতি দয়া করো, তদের প্রতি দয়া করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বড়া হজ্ব পে আ'নে কো জি চাহতা হে, বুলাওয়া আব আ'য়েগা কব ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর নামাজ আদায়ের স্থান

বিদায় হজ্বের সময় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে নামাজ আদায় করেন। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صَلّٰى فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا অর্থাৎ মসজিদে খাইফে ৭০ জন আম্বিয়া (عَلَيْهِمُ السَّلَام) নামাজ আদায় করেছেন। (মু'জামু আওসাত, ৪/১১৭, হাদীস ৫৪০৭)

অন্য এক বর্ণনায় ইরশাদ করেন: فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا অর্থাৎ মসজিদে খাইফে ৭০ জন আম্বিয়ার (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কবর রয়েছে।

(মু'জামু কবীর, ১২/৩১৬, হাদীস ১৩৫২৩)

এই মসজিদটিকে এখন অনেক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মাযারসমূহে এখন আর যিয়ারত করা যায় না। যিয়ারতকারীদের করণীয় হলো, অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে এই মসজিদ শরীফটি যিয়ারত করা এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর খেদমতে এভাবে আরয করা: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَنْبِيَآءَ الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ ط অতঃপর ঈসালে সাওয়াব করে দোয়া করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের পরিচয় প্রদান (একটি ঘটনা)

মক্কা শরীফে নয়নাভিরাম অলি-গলি ও সড়ক পার হতে গিয়ে আমীর আহলে সুন্নাত খুবই চমৎকার একটি মাদানী ফুল ইরশাদ করেন: অনেক সময় রাগের সূচনা হয় বোকামির মধ্য দিয়ে আর শেষ হয় অনুতপ্ত

www.dawateislami.net

ও অনুশোচনায় গিয়ে। আমার একটি ঘটনা মনে পড়েছে: কোনো এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গায়ের সাথে এক সাধারণ ব্যক্তির পা লেগে যায়। তখন সে সেই ব্যক্তিটিকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকে। ভুলবশত পা ফেলে দেয়া লোকটি তাকে নিজের পরিচয় দিলো যে, আমি অমুক। (অর্থাৎ সেও কোনো মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল) তখন যে গালমন্দ করেছিল, সে লজ্জিত হয়ে তাকে বলল: আপনি যদি আমাকে আগেই বলে দিতেন, তবে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতাম। আর এ ধরনের আচরণও করতাম না। প্রতি উত্তরে তাকে লোকটি বললো: আমি আমার পরিচয় দেয়ার আগে তো আপনি আপনার পরিচয় (অকথ্য ভাষায় গাল-মন্দ করে) দিতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

না বলা কথাও বলে দেয়

রাগের মাথায় মানুষ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনেক সময় না বলা কথাও বলতে আরম্ভ করে। হাদিস শরীফে রয়েছে: জাহান্নামের একটি দরজা রয়েছে, যা দিয়ে সেই সব লোকই প্রবেশ করবে, যাদের রাগ আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার পরই প্রশমিত হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৩২০, হাদীস ৮৩৩১)**

আল্লাহ পাক আমাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি গম্ভীর্যতা অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন। যখনই রাগ আসবে তাতে কন্ট্রোল থাকা উচিত, কেননা এটি লোকদের গুনাহে লিপ্ত করে। মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে মানব, তুমি তো রাগে উত্তেজিত হয়ে যাও, এই উত্তেজনা যেন তোমাকে দোযখে নিক্ষেপ না করে। **(ইহয়াউল উলুম, ৩/২০৫)**

www.dawateislami.net

এ্যয় পেয়ারে ভাই! গুসসা কে আদত নিকাল দেয়,
"গুসসা" কাহি না নার মে তুঝ কো উছাল দেয়।

আল্লাহ পাকের নিকট আমরা জাহান্নামের আযাব ও রাগের ভয়াবহতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ পাক, আমাদের সহিনশীল ও ধৈর্যশক্তি বাড়িয়ে আমাদের নম্র হওয়ার তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ পাক, এই পবিত্র মক্কা নগরীর মনোরম পরিবেশের সদকায় আমাদের অহেতুক রাগ থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা ও শান্তির দূত বানিয়ে দাও। আমাদের দ্বারা মানুষ যেন কষ্ট না পায় বরং উপকৃত হয়।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মে,
হার বনা কাম বিগাড় যাতা হে না'দানী মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুজদালিফা ও আমীরে আহলে সুন্নাতের আকাঙ্খা

পৃথিবীর বরকতময় স্থানগুলোর মধ্যে মুজদালিফার ময়দান হলো একটি অন্যতম বরকতময় স্থান। কেননা এই বরকতময় স্থানের পবিত্র ভূমি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর স্পর্শ নসিব হয়েছে এবং কদম চুম্বন করার সৌভাগ্য হয়েছে। এখানকার বাতাস রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم - এর চুল মুবারকের ছোঁয়া পেয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দর্শন লাভ করেছে। আহ! আহ! আহ! ইলইয়াস কাদেরী যদি মানুষ না হয়ে এই মুজদালিফার বালির কোনো কণা হতো।

www.dawateislami.net

মসজিদে ইজাবা[১]

বর্তমান আমরা মসজিদে ইজাবার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি। বলা হয়: এটি সেই মসজিদ যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -ও নামাজ আদায় করেছেন।

দোয়া কবুলিয়তের স্থানে ফিলিস্তিনের আশিকানে রাসূলের জন্য দোয়া

বলা হয়: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহ্যিক হায়াতে যেখানে তাশরিফ নিয়ে অবস্থান করেছেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। হে আল্লাহ পাক, দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাই-বোনদের বিনা হিসাবে মাগফিরাদ দান করো। হে আল্লাহ পাক, সকল মুসলিম উম্মাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ পাক, এটি কবুলিয়তের স্থান, ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলমানদের অদৃশ্য সাহায্য দান করো। তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ পাক, তাদের এই ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। হে আল্লাহ পাক, যারা এতে শহিদ হয়েছে তাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। যারা হারিয়ে গেছে, তাদের পরিবারের সাথে মিলিয়ে দাও। যারা আহত, তাদের সুস্থতা দান করো। আর যাদের সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তাদের এর উত্তম প্রতিদান দান করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. মক্কা ও মদীনা উভয় বরকতময় শহরে এই নামে মসজিদ রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক কি দুখিয়ারি উম্মত পর এনায়াত কর,
মরিযোঁ, গমযাদোঁ, আ'ফত নসিবোঁ পর করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার পথে যিয়ারতের স্থান

মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে সফর শুরু হলো। যাত্রা পথে "নাওয়ারিয়া"-এর নিকটবর্তী সারিফ নামক স্থানে মুসলমানদের সম্মানীত আম্মাজান হযরত বিবি মায়মুনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -এর মাযার মুবারক অবস্থিত। আর এই মাযার শরীফটি মক্কায়ে মুকাররমার বাইরে। আমীর আহলে সুন্নাত মদীনার উদ্দেশ্যে যেই গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন, সেটি ছিল আমাদের এক ইসলামী ভাইয়ের। আমীরে আহলে সুন্নাত গাড়ি থেকে নেমে আম্মাজানের খেদমতে সালাম আরজ করে দোয়া করেন। এই মাযার শরীফটি সড়কের মাঝখানে। সেখানকার লোকজন থেকে জানা যায় যে, সড়ক নির্মাণের জন্য এই মাযার শরীফটি শহিদ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে শহিদ করার বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, ট্রেক্টর উল্টে যেতো। অবশেষে সেই জায়গাটি দেয়াল নির্মাণ করে বিশেষভাবে হিফাযত করা হয়। আমাদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি মায়মুনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -এর কারামত এটি। মারহাবা!

আহলে ইসলাম কি মা'দারানে শফিক,
বা'নোয়ানে তাহারাত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

চলো মদীনায় যাই

ওমরা পালনের পর আশিকে মদীনা আমীর আহলে সুন্নাত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে অত্যন্ত ভক্তি ও আদবের সাথে ক্রন্দরত অবস্থায় হাজিরি দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মদীনা শরীফের বিচ্ছেদ

আশিকে মদীনা আমীর আহলে সুন্নাতের জন্য মদীনা শরীফের বিচ্ছেদ খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে। আমীর আহলে সুন্নাত ফিরাকে রাসূল ও দিয়ারে মাকবুলে অঝোরে কান্না করেন।ফেরার জন্য খুবই দ্রুত হেঁটে গাড়িতে বসলেন আর প্রায় পুরো রাস্তা "আল বিদা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলে কাঁদছিলেন। এমনকি কান্নায় হেঁচকি পর্যন্ত আসছিল। সত্যিকারের আশিকে রাসূলের সাহচর্য শ্রেষ্ঠ কোনো নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। এই সাহচর্যের ফয়েজপ্রাপ্ত ছোট বালক হাসান রযাও এয়ারপোর্ট পৌঁছানো পর্যন্ত কান্না করছিল। আমীর আহলে সুন্নাত যখন আরব আমিরাতে নিজের ঘরে পৌঁছালেন তখনও মদীনার বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারছিলেন না। দেয়াল ধরে ধরে কান্না করছিলেন। আমীর আহলে সুন্নাতের এই অবস্থা হয়তো পাঞ্জাবী পংক্তিতে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

আউ কিসইয়াঁ ঘড়ইয়াঁ সুন মেহমান সাঁ সুহনে দেয়,
দিল ফেইর ভী কিরদা এ্যায় তায়বা দা সফর হোভে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখা

আমীরে আহলে সুন্নাত এবারও হারামাইনে তায়্যিবাইনে সফররত অবস্থায় ও বিদায় বেলায় বেশ কয়েকজন আরাকিনে শূরা ও দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের নামে লিখিত কিছু উপহার প্রদান করেছেন। আশিকে মক্কা ও মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাতের কলমের রং হলো রাসূল প্রেমের ঝলক। আল্লাহ পাক যেন আমাদের মক্কা ও মদীনার স্মরণে অশ্রু প্রবাহিত করার তৌফিক দান করেন।

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

الحمد لله আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مدظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ماشاء اللہ الکریم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net